তথ্যবিবরণী নম্বর ː ৩১৭১

**বিশ্বে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিচিত করে তুলুন -- ইমেরিটাস প্রফেসর ড. এ কে আজাদ চৌধুরী**

বরিশাল, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি):

 নিজেদের জ্ঞান, উদ্ভাবন ও কর্মদক্ষতা দিয়ে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বের কাছে পরিচিত করে তুলতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষদের উদ্ভাবনী প্রতিভা বিশ্বে অতুলনীয়। এদেশের ৪৪ লাখ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর জন্য গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারলে তাঁরা বাংলাদেশের হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করবেন এবং এদেশের মানুষের কৃতিত্বেই অনাগত ভবিষ্যতে বাংলাদেশ নতুন উচ্চতায় উঠবে।

আজ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী এসব কথা বলেন।

 বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হয় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ২০২৪। এসব আয়োজনের মধ্যে ছিল স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি, পুষ্পস্তবক অর্পণ, আনন্দ র‌্যালি, মুক্তমঞ্চে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

 সকালে জাতীয় সংগীত পরিবেশনার সাথে জাতীয় পতাকা এবং বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসটির আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। প্রধান অতিথি ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী বেলুন ও ফেস্টুন উড়িয়ে দিবসের উদ্বোধন ঘোষণার পর ক্যাম্পাসের ছয় দফা স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর দিবসটি উপলক্ষ্যে একটি বর্ণাঢ্য আনন্দ র‌্যালি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। পরে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

 বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তমঞ্চে আয়োজিত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল সদস্য অধ্যাপক ড. গুলশান আরা লতিফ এবং বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার জিহাদুল কবির। তাঁদের বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সঠিক পথে পরিচালিত হওয়া, মাদকাসক্তিসহ অন্যান্য অপরাধে সম্পৃক্ত না হওয়া, ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে দক্ষ হয়ে ওঠার জন্য জ্ঞানার্জনে মনোযোগী হওয়া এবং সর্বত্র নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরিতে সচেষ্ট হওয়ার মতো শিক্ষণীয় নানা বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়। পাশাপাশি অতিথিদের বক্তব্যে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে থাকা শিক্ষাবিদ ও নীতিনির্ধারকদেরও অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করা হয়।

 বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভূঁইয়া অদূর ভবিষ্যতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি মডেল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত করে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর অগ্রগতি কামনা করেন।

#

রাফিদ/ফয়সল/শফি/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৪/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ৩১৭০

**চা পাতার ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে চা বোর্ড আন্তরিকভাবে কাজ করছে**

**-- চা বোর্ডের চেয়ারম্যান**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি):

চা পাতার ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে চা বোর্ড আন্তরিকভাবে কাজ করছে। উত্তর অঞ্চলের চায়ের ন্যায্য মূল্য পেতে গুণগত মানসম্পন্ন চা উৎপাদন করার পাশাপাশি চা আইন, ২০১৬ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। কেউ আইন ভঙ্গ করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আজ চা বোর্ডের আয়োজনে ও পঞ্চগড় জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোঃ আশরাফুল ইসলাম এসব কথা বলেন। পঞ্চগড় জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় পঞ্চগড়ে চা উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যৎ করণীয় ও চা আইন, ২০১৬ বিষয়ে আলোচনা হয়।

কর্মশালায় উত্তরবঙ্গের সম্ভাবনাময় চা শিল্পকে বাঁচাতে ১০০ কোটি টাকা প্রণোদনার সুপারিশ করা হয়। এ ছাড়া কর্মশালায় প্রণোদনার পাশাপাশি নিলাম মার্কেটে প্রতি কেজি তৈরি চা পাতার মূল্য সর্বনিম্ন ১৭০ টাকা নির্ধারণ, কালোবাজারে অবৈধভাবে চা পাতা বিক্রি বন্ধসহ বেশ কিছু বিষয়ে সুপারিশ করা হয়। কর্মশালায় চা বোর্ডের কর্মকর্তা, চা বাগানের মালিক, কারখানা মালিক, ক্ষুদ্র চা চাষি, সাংবাদিকসহ চা সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

#

অর্জুন/ফয়সল/শফি/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৪/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৬৯

**দেশের প্রতিটি পরিবারকে স্বনির্ভর হতে সহায়তা করছে সরকার**

 **- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, দেশের প্রতিটি পরিবারকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সহায়তা করছে সরকার। প্রতিটি নাগরিক যাতে যথাযথ অধিকার ও সম্মানের সাথে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তরুণদের স্বাবলম্বী করতে ফ্রিল্যান্সিংয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এটি ভূমিকা রাখছে। সরকারের এ কর্মসূচি সফল করতে হবে।

আজ সবুজবাগ বৌদ্ধ মন্দির অডিটোরিয়ামে 'ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি, নিজের ভবিষ্যৎ নিজে গড়ি' স্লোগানে ঢাকা-৯ নির্বাচনি এলাকার অন্তর্গত খিলগাঁও, সবুজবাগ, মুগদা থানায় বসবাসরত বেকার যুবক-যুবতীদের আত্মকর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতায় আয়োজিত কর্মসূচির উদ্বোধনকালে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী আরো বলেন, এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় প্রথমে ঢাকা-৯ নির্বাচনি এলাকার তিন থানার ৭৫ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। সফলভাবে সমাপ্তকারীদের ল্যাপটপ প্রদান করা হবে। তবে ল্যাপটপ গ্রহণকারীদের ১০ জন তরুণকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। মন্ত্রী বলেন, পরে পর্যায়ক্রমে ১ হাজার জন তরুণকে ফ্রিল্যান্সিংয়ে তিন মাসের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণে ডিজিটাল মার্কেটিং এবং গ্রাফিক্স ডিজাইনের মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

তিনি বলেন, ঢাকা-৯ সকল ক্ষেত্রে সকল এগিয়ে থাকবে। পরিবেশ মন্ত্রণালয়কেও এক নম্বর মন্ত্রণালয়ে পরিণত করা হবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব মোঃ সামসুল আরেফিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মোস্তফা কামাল, ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর চিত্ত রঞ্জন দাস, নকরেক আইটির সিইও ফ্রিল্যান্সার সুবীর নকরেক প্রমুখ।

#

দীপংকর/ফয়সল/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১৬৮

**সরকার মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করেছে**

 **-- আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

আগৈলঝাড়া (বরিশাল), ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি):

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, বর্তমান সরকার দেশকে সমৃদ্ধিশালীকরণে সুষ্ঠু শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। কেননা, শিক্ষা জাতির সার্বিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির চাবিকাঠি।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার সেরালে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার নানাবিধ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও দেশকে এগিয়ে নিতে মানসম্মত শিক্ষাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। তিনি বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, ১৯৭২ সালের সংবিধানে ‘রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি’ অংশে শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে ড. কুদরত ই-খুদাকে সভাপতি করে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। ১৯৭৩ সালে ভঙ্গুর অর্থনীতির মধ্যেও বঙ্গবন্ধু দেশের দরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সন্তানদের জন্য শিক্ষার সম-অধিকার নিশ্চিত করেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, শিক্ষক ও কর্মচারীদেরকে সরকারের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগিয়ে মানসম্মত শিক্ষাদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক সমস্যাবলি সমাধানে সহায়তার আশ্বাস দেন।

#

আহসান/ফয়সল/শফি/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৪/২০৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১৬৭

**এখন থেকে সরকারের নির্দিষ্ট শর্ত মেনে বেসরকারি মেডিকেল,**

**ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার চালাতে হবে**

 **--স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি):

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন বলেছেন, ‘এখন থেকে সরকারের নির্দিষ্ট শর্ত মেনে বেসরকারি মেডিকেল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার চালাতে হবে। এর কারণ, আমরা লক্ষ্য করছি, কিছু অসাধু মানুষ সরকারের কোনোরকম নিয়মের তোয়াক্কা না করে শুধু ব্যবসায়িক স্বার্থের জন্য যত্রতত্র নামমাত্র হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার খুলে মানুষের জীবন নিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছে। নিয়মের বাইরে গিয়ে এগুলো আর চলতে পারবে না। এখনো ১২০০ টির বেশি প্রাইভেট স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নিবন্ধন নেই। এদের কাছে ভালো ডাক্তার নেই, নার্স নেই, টেকনিশিয়ান নেই। তাহলে এরা হাসপাতাল চালাচ্ছে কী দিয়ে? এরা রোগী পাচ্ছে কীভাবে? এগুলো আমাদেরকে ভাবতে হবে। আমি স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ইতোমধ্যেই এরকম প্রায় ১০০০ টি অনিবন্ধিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং এরকম অনিবন্ধিত অন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোও বন্ধ করার কাজ চলমান রয়েছে। আর, আজকেই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালক (প্রশাসন) কর্তৃক স্বাক্ষরিত দশটি বিশেষ নির্দেশনাসহ একটি অফিস আদেশ করে দিয়েছি। এই অফিস আদেশ প্রত্যেকটি প্রাইভেট মেডিকেল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে অবশ্যই মেনে হাসপাতাল চালাতে হবে। এটির অমান্য হলেই নিবন্ধন বাতিলসহ কঠোর শাস্তির মুখে পড়তে হবে।’

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন আজ এক বিশেষ বিবৃতিতে এসব কথা বলেন।

**অফিস আদেশ**

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেনের নির্দেশে জারিকৃত ডাঃ আবু হোসেন মোঃ মঈনুল আহসান পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ) কর্তৃক স্বাক্ষরিত বেসরকারি মেডিকেল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পালনীয় শর্তাবলির অফিস আদেশটি সকলের জ্ঞাতার্থে নিচে দেওয়া হলো:

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি আবশ্যিকভাবে প্রতিপালন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলোঃ

(১) বেসরকারি ক্লিনিক, হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিকের লাইসেন্সের কপি উক্ত প্রতিষ্ঠানের মূল প্রবেশ পথের সামনে দৃশ্যমান স্থানে অবশ্যই স্থায়ীভাবে প্রদর্শন করতে হবে;

(২) সকল বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ ও সরবরাহের জন্য ০১ (এক) জন নির্ধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা/কর্মচারী থাকতে হবে এবং তার ছবি ও মোবাইল নম্বর দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করতে হবে;

(৩) যে সকল প্রতিষ্ঠানের নাম ডায়াগনস্টিক ও হাসপাতাল হিসেবে আছে কিন্তু শুধুমাত্র ডায়াগনস্টিক অথবা হাসপাতালের লাইসেন্স রয়েছে তারা লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যতিরেকে কোনোভাবেই নামে উল্লিখিত সেবা প্রদান করতে পারবে না;

(৪) ডায়াগনস্টিক সেন্টার/প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরির ক্ষেত্রে যে ক্যাটেগরিতে লাইসেন্স প্রাপ্ত শুধুমাত্র সে ক্যাটেগরিতে নির্ধারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যতীত কোনোভাবেই অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যাবে না এবং ক্যাটেগরি অনুযায়ী প্যাথলজি/মাইক্রোবায়োলজি, বায়োকেমিস্টি ও রেডিওলজি বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে।

(৫) বেসরকারি ক্লিনিক/হাসপাতালের ক্ষেত্রে লাইসেন্স এর প্রকারভেদ ও শয্যা সংখ্যা অনুযায়ী সকল শর্তাবলি বাধ্যতামূলকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে;

(৬) হাসপাতাল/ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নিয়োজিত সকল চিকিৎসকের পেশাগত ডিগ্রির সনদসমূহ, বিএমডিসি’র হালনাগাদ নিবন্ধন ও নিয়োগপত্রের কপি অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে;

(৭) হাসপাতাল/ক্লিনিক এর ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের অপারেশন/সার্জারি/প্রসিডিউর এর জন্য অবশ্যই রেজিস্ট্রার্ড চিকিৎসককে সার্জনের সহকারী হিসেবে রাখতে হবে;

(৮) কোন অবস্থাতেই লাইসেন্স প্রাপ্ত/নিবন্ধিত হাসপাতাল ও ক্লিনিক ব্যতীত চেম্বারে অথবা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এ্যানেসথেশিয়া প্রদান করা যাবে না। বিএমডিসি স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ অবেদনবিদ (Anesthetist) ছাড়া যে কোনো ধরনের অপারেশন/সার্জারি/ Interventional Procedure করা যাবে না;

(৯) সকল বেসরকারি নিবন্ধিত/লাইসেন্স প্রাপ্ত হাসপাতাল/ক্লিনিকে Labor Room Protocol অবশ্যই মেনে চলতে হবে এবং

(১০) নিবন্ধিত/লাইসেন্স প্রাপ্ত হাসপাতাল/ক্লিনিকে অপারেশন থিয়েটারে অবশ্যই Operation Theatre Etiquette মেনে চলতে হবে।

#

মাইদুল/ফয়সল/শফি/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৪/২০৫০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩১৬৬

**শিক্ষা ক্ষেত্রে রাশিয়ার বৃত্তি বৃদ্ধি এবং ডিগ্রির পারস্পরিক**

**গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিতে চুক্তির বিষয়ে সম্মত বাংলাদেশ ও রাশিয়া**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি):

 উচ্চ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় রাশিয়ার বৃত্তি বৃদ্ধি এবং দুই দেশের ডিগ্রির পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে চুক্তি করার বিষয়ে সম্মত হয়েছে বাংলাদেশ ও রাশিয়া।

 আজ শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এবং রাশিয়ান ফেডারেল এজেন্সি অন হিউম্যানিটারিয়ান

কো-অপারেশন উইথ ফরেন কান্ট্রিস এর ডেপুটি হেড পাবেল শেফসভ (Pavel Shevtsov)-এর মধ্যে এক দ্বিপাক্ষিক সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

 আজ সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রীর অফিসে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

 প্রতিনিধিদলে আরো অন্তর্ভুক্ত ছিলেন রাশিয়ান এম্বাসির কাউন্সিলর পাবেল দুবইচেনকফ (Pavel Dvoychenkov), রাশিয়ার সিনারজি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট খাশিভ আলী খান ব্যসলানোবিচ, রাশিয়ান ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি উইথ বাংলাদেশ-এর প্রেসিডেন্ট মি. সাত্তার মিয়া প্রমুখ।

#

খায়ের/ফয়সল/শফি/সঞ্জীব/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৬৫

**বাংলাদেশ-তুরস্কের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে**

 **- বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন, (২২ ফেব্রুয়ারি) :

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান বলেছেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশ ও তুরস্কের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক ক্রমেই শক্তিশালী হয়েছে, যা গত কয়েক বছরে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও সংহতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত দুই দেশের মধ্যকার বন্ধুত্ব ঐতিহাসিকভাবেই গভীর।

আজ রাজধানীর বারিধারার কূটনৈতিক জোনে বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত রামিস সেন (Ramis Sen) এর বাসভবনে বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যকার কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, চমৎকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কারণেই আমরা দুই দেশ বহুমুখী কর্মকাণ্ড ও বিনিময়ে যুক্ত হয়েছি। পাশাপাশি আমরা একে অপরের বিপদের সময় সমর্থন নিয়ে পাশে দাঁড়াই। এখানে স্মরণযোগ্য যে, ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে তুরস্কের গাজিয়ানতেপ প্রদেশ ৭ দশমিক ৮ মাত্রার ভূমিকম্পে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাৎক্ষণিকভাবে একটি সার্চ এবং রেসকিউ টিম এবং চিকিৎসা সহায়তাসহ মানবিক সহায়তা প্রেরণ করেন। এটি আমাদের বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক সমর্থনের একটি প্রতীক মাত্র।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং মানবিক উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। আমরা এখন ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও স্মার্ট দেশে পরিণত করার জন্য কাজ করছি।

ফারুক খান বলেন, বাংলাদেশ এবং তুরস্কের মধ্যকার বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি ইতোমধ্যেই এক বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। আমরা আশা করি নিকট ভবিষ্যতে এটি খুব দ্রুতই দুই বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে।

মন্ত্রী বলেন, ভৌগোলিক অবস্থান, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং বর্তমান সরকারের উদার ও বিনিয়োগবান্ধব নীতির কারণে বাংলাদেশ ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য। ইপিজেড ও ১০০ অর্থনৈতিক অঞ্চলে জায়গা প্রদান, ট্যাক্স হলিডে সুবিধা প্রদান, মূলধন ও মুনাফার সম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তন এবং সার্বভৌম গ্যারান্টি বাংলাদেশকে বিনিয়োগকারীদের স্বর্গে পরিণত করেছে। তুরস্কের বিনিয়োগকারীরা চাইলে সেই সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। আমি তাদেরকে বাংলাদেশে পর্যটন, হাইটেক পার্কসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের আহ্বান জানাচ্ছি।

#

তানভীর/ফয়সল/শফি/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩১৬৪

**প্রতিভা হারিয়ে যেতে দিতে চাই না**

 **--- যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি):

 যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী নাজমুল আহসান বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদেরকে একটি স্বাধীন দেশ উপহার দিয়ে গেছেন। দেশকে স্বাধীন করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, দেশের ক্রীড়াঙ্গনের উন্নয়নেও নানা যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য ১৯৭২ সালেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ‘বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা’, যা আজকের ‘জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ’। বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রতিবছর দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড় (বালক-বালিকা) বাছাই করার জন্য অনূর্ধ্ব-১৬ ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের তুলে আনতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমাদের খেলোয়াড়দের প্রতিভা হারিয়ে যেতে দিতে চাই না।

 মন্ত্রী আজ এনএসসি’র শহিদ শেখ কামাল অডিটোরিয়ামে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের উদ্যোগে অনূর্ধ্ব-১৬ ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি ২০২৩-২৪ এর সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, জাতীয় পর্যায়ে ১১টি ইভেন্টে বাছাইকৃত ১৬৪ জন খেলোয়াড়কে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের তত্ত্বাবধানে ২১ দিনের উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণে খেলোয়াড়দের ইভেন্টভিত্তিক মেধাতালিকা তৈরি করে তাদের প্রত্যেককে আজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিটি ইভেন্টে মেধা তালিকার শীর্ষে অবস্থানকারী ৫ জন খেলোয়াড়কে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ফেডারেশনে দীর্ঘমেয়াদি উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। আমি বিশ্বাস করি, এখান থেকেই জাতীয় দলের খেলোয়াড় তৈরি হবে, যারা বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবে।

 এ সময় মন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শহিদ শেখ কামালকে আধুনিক ফুটবলের রূপকার হিসেবে আখ্যায়িত করে তার ক্রীড়া ও সংস্কৃতির প্রতি যে বিশেষ অনুরাগ ছিল সে বিষয়ে বিভিন্ন স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন, দেশের ক্রীড়াঙ্গনে শহিদ শেখ কামালের ভূমিকা ছিল অনবদ্য।

 উল্লেখ্য, জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের তত্ত্বাবধানে দেশব্যাপী জেলা ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার মাধ্যমে হ্যান্ডবল, ভলিবল, বাস্কেটবল, কাবাডি, ভারোত্তোলন, সাইক্লিং, জিমন্যাস্টিক্স, জুডো, দাবা, বক্সিং, ক্রিকেট এ ১১টি ইভেন্টে ইভেন্টভিত্তিক প্রতিভাবান খেলোয়াড় বাছাই করা হয়েছে।

 জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মোস্তফা কামাল মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন যুব ও ক্রীড়া সচিব ড. মহিউদ্দিন আহমেদ। এ সময় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আরিফ/ফয়সল/শফি/সঞ্জীব/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/২০১০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩১৬৩

**পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সৌদি ও মিশরের রাষ্ট্রদূত এবং অস্ট্রেলিয়ার ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি):

 পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদের সাথে আজ মন্ত্রণালয়ে সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ঈসা বিন ইওসেফ বিন ঈসা আল-দুহাইলান (Issa Bin Yousef Bin Isa Al-Duhailan), মিশরের রাষ্ট্রদূত ওমর মহি এলদিন আহমেদ ফাহমী (Omar Mohie Eldin Ahmed Fahmy) এবং অস্ট্রেলিয়ার ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার নার্দিয়া সিম্পসন (Nardia Simpson) সাক্ষাৎ করেন।

 সৌদি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলোচনা পূর্বক এক সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, এক সময় সৌদি আরবের সাথে শুধুমাত্র জনশক্তি রপ্তানি আর হজের সম্পর্ক ছিল। এখন এই সম্পর্ককে আমরা বিনিয়োগ সম্পর্কে রূপ দিতে চাই। সৌদি আরবের সরকার এ বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য ইকোনমিক জোনে সৌদি আরবকে ৩০০ একর জমির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তারা আরো ৩০০ একর জমি চেয়েছে। বৈঠকে তাদের মধ্যপ্রাচ্যব্যাপী পরিবেশ পরিকল্পনা ‘সৌদি গ্রিন ইনিশিয়েটিভ’-এ বাংলাদেশি কৃষিবিদসহ অন্যদের ভূমিকা রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, জানান হাছান।

 সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান আল সৌদ বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এই বছরের দ্বিতীয়ার্ধে বিষয়টি চূড়ান্ত হতে পারে।

 চলতি বছর মিশরের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি হচ্ছে, শিগগিরই এটি উদ্‌যাপিত হবে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, মিশর তাদের দেশে পাট চাষ করতে চায়, এ বিষয়ে তারা বাংলাদেশের সহায়তা চেয়েছে। আমরা বলেছি, এ বিষয়ে আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা করবো।

 অস্ট্রেলিয়ার সাথে আলোচনার বিষয়ে মন্ত্রী জানান, আইসিটি, চামড়া খাতে বিনিয়োগের বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ার সাথে আলাপ হয়েছে। তারা এ বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে।

 মন্ত্রী বলেন, আমাদের বড় উন্নয়ন অংশীদার অস্ট্রেলিয়াকে ইকোনমিক জোনগুলোতে বিনিয়োগের জন্য আহ্বান জানিয়েছি। পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির বিষয়েও আলাপ হয়েছে।

#

আকরাম/ফয়সল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৯৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৬২

**রাষ্ট্রপতি রচিত ‘এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ’ গ্রন্থের ইংরেজি সংস্করণ**

 **‘Bangladesh will Go a Long Way’ প্রকাশিত**

বঙ্গভবন, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন রচিত ‘এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ’ গ্রন্থের ইংরেজি সংস্করণ ‘Bangladesh will Go a Long Way’ প্রকাশিত হয়েছে।

আগামী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক ওসমান গনি এবং বইটির সম্পাদনা-সমন্বয়ক ড. এম আবদুল আলীম আজ বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির কাছে বইটি হস্তান্তর করেন। বইটি অনুবাদ করেন দুলাল আল মনসুর।

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন তাঁর রচিত গ্রন্থের ইংরেজি সংস্করণ ‘Bangladesh will Go a Long Way’ প্রকাশ করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আশা প্রকাশ করেন, বইটির মাধ্যমে পাঠকসমাজ বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ, আওয়ামী লীগের ইতিহাস, শেখ হাসিনার নেতৃত্ব, পদ্মা সেতুর কাল্পনিক দুর্নীতি, সমসাময়িক রাজনীতি, আর্থসামাজিক বাস্তবতা ও দিন বদলের পালাসহ বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্পর্কে জানতে পারবেন। তিনি আরো বলেন, পাঠকপ্রিয়তা পেলে তাঁর এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে এবং ভবিষ্যতে লেখালেখির জন্য আরো আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা পাবেন।

অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহ উদ্দিন ইসলাম, প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন, সচিব (সংযুক্ত) মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম খান এবং অনুবাদক দুলাল আল মনসুর উপস্থিত ছিলেন।

#

রাহাত/ফয়সল/শফি/সঞ্জীব/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৮৩৩ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩১৬১

**বিএনপি রোজা-রমজান-ঈদ কোনোটাই মানে না**

 **--- পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি):

 পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্মুদ বলেছেন, বিএনপি রোজা-রমজান-ঈদ কোনোটাই মানে না। তারা এখন রমজানের মধ্যে কর্মসূচি দেওয়ার কথা ভাবছে, ঈদের দিনও কর্মসূচি দেয় কি না সেটিই দেখার বিষয়।

 আজ রাজধানীর সেগুনবাগিচায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে ‘বিএনপি রমজানে কর্মসূচি দেওয়ার কথা ভাবছে’ এমন প্রশ্নে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, নির্বাচন বর্জন করে বিএনপি যে ভুল করেছে সে জন্য তাদের দলটা ‘ধপাস’ করে পড়ে গেছে। এখন তারা কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারবে কি না সেটি বিষয়। আর এই ভুলের জন্য নেতারা কর্মীদের তোপের মুখে পড়েছে, রমজানে কর্মসূচি দিলে তারা জনগণের তোপের মুখে পড়বে।

 এ সময় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত গাজায় যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো দেওয়ায় প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান বলেন, গাজায় নারী-শিশুদের নির্বিচারে হত্যাই শুধু নয়, সেখানে পানি-বিদ্যুৎসহ সকল ‘বেসিক সাপ্লাই লাইন’ পরিকল্পিতভাবে ব্যাহত করা হচ্ছে, হাসপাতালে অভিযান-হামলা চালানো হচ্ছে, চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে এবং এটি আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। কেউ কেউ ইসরাইলিদের নিরাপত্তার কথা বলে, তাহলে এই ফিলিস্তিনি নারী-শিশুদের নিরাপত্তা, ফিলিস্তিনিদের অধিকার কোথায় গেল। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের অত্যন্ত বন্ধুপ্রতিম সম্পর্ক কিন্তু এই ভেটো প্রদান গভীর হতাশাব্যঞ্জক। আমরা কোথাও যুদ্ধ চাই না, যুদ্ধ বন্ধ হোক।

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের (Joe Biden) চিঠি ও তাদের পররাষ্ট্র দফতরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া ব্যুরোর ডেপুটি এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আফরিন আখতারের (Afreen Akhter) আসন্ন সফর নিয়ে প্রশ্ন করলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক আরো এগিয়ে নিতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের চিঠি অত্যন্ত গুরুত্ববহ এবং তাদের কর্মকর্তাদের সফর আমাদের সম্পর্ককে আরো গভীর ও বিস্তৃত করবে।

#

আকরাম/ফয়সল/শফি/সঞ্জীব/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩১৬০

**অগ্নি নিরাপত্তা রেটিং সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনের দাবি বিজিএমইএ’র**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি):

 বাংলাদেশ তৈরি পোশাক শিল্প মালিক ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ তৈরি পোশাকশিল্প খাতে steel fabricated structure এর fire resistance rating সংক্রান্ত সমস্যার নিরসন চায়।

 আজ সচিবালয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীর সাথে বিজিএমইএ’র সভাপতি ফারুক হাসানের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎকালে এ দাবি জানান।

 এছাড়া তাঁরা তৈরি পোশাকশিল্পের জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড ২০২০-এ আলাদা একটি অনুচ্ছেদ যুক্ত করার জন্য এবং তৈরি পোশাকশিল্পের কারিগরি বিষয় সমাধানকল্পে বিএনবিসি’র সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন।

 মন্ত্রী তাদের সকল প্রস্তাবনা সক্রিয় বিবেচনার আশ্বাস দেন। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

 প্রসঙ্গত, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এনপিটিএ গাইডলাইন ২০১৩ অনুযায়ী ইতোমধ্যে বিদ্যমান (২৪ নভেম্বর ২০১৩ এর পূর্বে) তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার স্টিল দ্বারা নির্মিত ভবনগুলোতে (৬৫ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত) structural element এর fire resistance rating আবশ্যক ছিল না। পরবর্তীতে RMG Sustainability Council কর্তৃক প্রণীত নীতিমালায় নভেম্বর ২০১৩ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত স্টিল দ্বারা নির্মিত ভবনগুলোর ক্ষেত্রে উক্ত rating প্রদান করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। কিন্তু বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড ২০২০ এর আলোকে স্টিল দ্বারা নির্মিত ভবনের ক্ষেত্রে অনধিক এক তলা (৮ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত) এবং শর্তযুক্তভাবে অনধিক তিন তলা (১১ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত) structural element এর fire resistance rating প্রদানের আবশ্যকতা নেই। তাছাড়া বিএনবিসি ২০২০ এর পার্ট ১, সেকশন ৪(৩) অনুযায়ী ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ এর পূর্বে নির্মিত সকল ভবনে ছাড় দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

 এ সুযোগের আওতায় তারা গার্মেন্টস শিল্পের ক্ষেত্রে steel structure এর অগ্নি নিরাপত্তার রেটিংএ ছাড় প্রদানের দাবি জানান।

#

রেজাউল/ফয়সল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৫৯

**পুলিশ সপ্তাহ-২০২৪ এর বার্ষিক পুলিশ প্যারেড অনুষ্ঠান**

**টেলিভিশন চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচারের আহ্বান**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :

আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি হতে ৩ মার্চ, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত পুলিশ সপ্তাহ ২০২৪ অনুষ্ঠিত হবে। পুলিশ সপ্তাহের প্রথম দিন ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রি. সকাল ১০.০০ ঘটিকায় মেট্রোপলিটন পুলিশ লাইনস্, রাজারবাগ, ঢাকায় বার্ষিক পুলিশ প্যারেড অনুষ্ঠিত হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পুলিশ প্যারেডের উদ্বোধন করবেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ, জাতীয় সংসদের সদস্যবৃন্দ, সরকারের সিনিয়র সচিব/সচিববৃন্দ, ইন্সপেক্টর জেনারেল অভ্‌ পুলিশ, ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ, বিদেশি কূটনীতিক, পুলিশের বর্তমান ও সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং দেশি-বিদেশি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন ।

বার্ষিক পুলিশ প্যারেডের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বিটিভি ওয়ার্ল্ডসহ সকল বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এবং বাংলাদেশ বেতারে সরাসরি সম্প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছে কর্তৃপক্ষ।

#

সাগর/ফয়সল/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৭৫৫ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩১৫৮

**বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর সাথে এফইআরবি’র নবনির্বাচিত কমিটির সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের সাথে আজ সচিবালয়ে ফোরাম ফর এনার্জি রিপোর্টার্স বাংলাদেশ (এফইআরবি)-এর প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন। এ সময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়।

 প্রতিমন্ত্রী (এফইআরবি)-এর নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা দেশের প্রকৃত উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখে। সাংবাদিকরা সঠিক সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে অপপ্রচার রুখে দিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে কেউই নয়, তাই সাংবাদিকদের অনেক প্রতিবেদন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতেও বড় ভূমিকা রাখে। তিনি বলেন, মানুষের কাছে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরতে পারলেই দেশের জনগণ উপকৃত হবে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের মতো টেকনিক্যাল একটি সেক্টরে সাংবাদিকতা করার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেন তিনি। এ সময় তিনি বলেন, সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের জন্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হবে।

 সাক্ষাৎকালে ফোরাম ফর এনার্জি রিপোর্টার্স বাংলাদেশ (এফইআরবি) এর চেয়ারম্যান মোঃ শামীম জাহাঙ্গীর, নির্বাহী পরিচালক সেরাজুল ইসলাম সিরাজ, ভাইস চেয়ারম্যান লুৎফর রহমান কাকন, পরিচালক হাসনাইন ইমতিয়াজ, নাজমুল হক লিখন ও মোঃ ইয়ামিন এবং পরিচালনা সদস্য হাসান আজাদ, শাহেদ সিদ্দিকী ও ফয়েজ আহমেদ খান তুষার উপস্থিত ছিলেন।

#

আসলাম/ফয়সল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৫৭

**সত্য তথ্য দিয়ে অপতথ্য ও ভুল তথ্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চাই**

 **-তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :

সত্য তথ্য দিয়ে অপতথ্য ও ভুল তথ্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চান বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত।

আজ সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের নিজ অফিসকক্ষে বাংলাদেশ সফররত জার্মানির বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার প্রদানকালে প্রতিমন্ত্রী এ কথা জানান।

জার্মানির বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিক রিচার্ড বাইল, মাইকেল স্ট্যাং, সুসান ক্রুটজম্যান, আলজোসা হার্টম্যান, জুলিয়া থেরাস হেল্ড, নাটালি মেরোথ, বেঞ্জামিন বার্ন্ড থমাস এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ) প্রকাশিত ২০২৩ সালের প্রতিবেদন ও র‌্যাংকিং এর জবাব প্রদান সংক্রান্ত জার্মান সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি আমি আরএসএফ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও র‌্যাংকিং এর ব্যাপারে সমালোচনা নয় বরং প্রকৃত তথ্য তুলে ধরেছি। কারণ ২০২৪ সালেও এটি তাদের ওয়েবসাইটে রয়েছে। আরএসএফ এর প্রতিবেদনে অনেক ভুল তথ্য আছে এবং এর বিপরীতে প্রকৃত সত্য আমি তথ্য-প্রমাণসহ গণমাধ্যমে তুলে ধরেছি এবং এ সংক্রান্ত একটা চিঠি আরএসএফ-কে পাঠিয়েছি। আমাদের উদ্দেশ্য আরএসএফ এর কাছে সত্য তুলে ধরা এবং আমাদের নিয়ে করা র‌্যাংকিং পুনর্মূল্যায়ন করা।

অধ্যাপক মোহাম্মদ আরাফাত আরো বলেন, মাঝে মাঝে কিছু মানুষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে খারাপ উদ্দেশ্যে সরকারের কাজের সমালোচনা করে। বর্তমান সরকার গঠনমূলক সমালোচনাকে স্বাগত জানায়। আমরা শুধু অপতথ্য ও ভুল তথ্য প্রতিরোধ করতে চাই। গণমাধ্যম সঠিক তথ্য-প্রমাণসহ সরকারের সমালোচনা করলে সেটি সরকারকে সহযোগিতা করে। কিন্ত ভুল তথ্য দিয়ে কোনোকিছুর সমালোচনা করলে সেটা কাউকে সহযোগিতা করে না।

তথ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল দুনিয়া থেকে জনগণকে নিরাপদ রাখার জন্য সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করেছে। এর অপব্যবহার নিয়ে সমালোচনা হওয়ায় সরকার এটি পরিবর্তন করে সাইবার নিরাপত্তা আইন করেছে। এটিই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সৌন্দর্য। তাঁর সরকার সবসময় চাহিদার নিরিখে সবকিছুর সমন্বয় করে, পরিবর্তন করে।

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। বাংলাদেশ ডেল্টাকে রক্ষার জন্য ১০০ বছরের ডেল্টা প্ল্যান প্রণয়ন করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য গৃহ নির্মাণ করে দিচ্ছে। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় আরও গবেষণা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সব সময় আন্তর্জাতিক ফোরামে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরে আসছে। জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আরও সহযোগিতা ও বাস্তবসম্মত সমাধানে আসা প্রয়োজন।

রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে এ সময় আরাফাত বলেন, রোহিঙ্গাদের প্রতি বাংলাদেশ সর্বোচ্চ সহানুভূতি দেখিয়েছে। বর্তমানে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা নাগরিকরা বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশের জন্য বড় ধরনের চাপের কারণ। বাংলাদেশ চায় রোহিঙ্গারা তাদের নিজ দেশে সম্মানজনকভাবে ফিরে যাক। গোটা বিশ্বের রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের নিয়ে দায়িত্ব রয়েছে। মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্তনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে উন্নত রাষ্ট্রসমূহের ভূমিকা নেয়া উচিত। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত এ বিষয়ে মিয়ানমারের ওপর চাপ অব্যাহত রাখা। তাছাড়া যেসব দেশের সামর্থ্য আছে তারা নিজ নিজ দেশে নিয়ে গিয়ে রোহিঙ্গাদের উন্নত জীবনযাপনে সহযোগিতা দিতে পারে।

#

ইফতেখার/ফয়সল/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৭৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৫৬

**বাংলাদেশের সাথে সরাসরি বিমান যোগাযোগ স্থাপনে আগ্রহী সুইজারল্যান্ড**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি):

বাংলাদেশের সাথে সরাসরি বিমান যোগাযোগ স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেতো রেংগলি (Reto Renggli)। আজ সচিবালয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খানের সাথে সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রদূত এই আগ্রহের কথা জানান।

প্রত্যুত্তরে মন্ত্রী সুইজারল্যান্ডের আগ্রহকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আমরা আশা করছি আগামী দুই মাসের মধ্যে বাংলাদেশ এবং সুইজারল্যান্ডের মাঝে এয়ার সার্ভিস এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হবে। এরপর আমরা দুই দেশের মধ্যে সরাসরি বিমান পরিচালনার বিষয়টি বিবেচনা করব।

ফারুক খান বলেন, বাংলাদেশের অবস্থান আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল রুটের মধ্যে হওয়ায় আমরা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে একটি অন্যতম প্রধান এভিয়েশন হাবে রূপান্তর করার জন্য কাজ করছি। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল, কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ ও নতুন টার্মিনাল নির্মাণসহ দেশের সকল বিমানবন্দরের এভিয়েশন অবকাঠামোর উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। আমরা আশা করছি, আগামী অক্টোবরে থার্ড টার্মিনাল চালু হওয়ার পর আকাশপথের বিদ্যমান যাত্রী সংখ্যা ও কার্গোর পরিমাণ কয়েক বছরের মধ্যেই দ্বিগুণ হবে।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের পর্যটনের অপার সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য কাজ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে পর্যটন মহাপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ বছরেই তার বাস্তবায়ন শুরু হবে। এছাড়া আমরা বিদেশি পর্যটকদের জন্য কক্সবাজারসহ দেশের আরো বেশ কিছু জায়গায় নিবিড় পর্যটন অঞ্চল তৈরি করছি। সেখানে সুইজারল্যান্ড বিনিয়োগ করলে আমরা তাদের সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবো। পাশাপাশি আমরা ভিসা সহজীকরণ ও ই-ভিসা চালু করা নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করছি। এখনই উত্তম সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের এভিয়েশন ও পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেয়ার।

সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত বলেন, এয়ার সার্ভিস এগ্রিমেন্ট নিয়ে বাংলাদেশ টিমের সাথে কাজ করাটা ছিল আমাদের জন্য আনন্দের। বাংলাদেশ টিম নেগোসিয়েশনে প্রশংসনীয় দক্ষতা দেখিয়েছে। তাদের দক্ষতা ও সহযোগিতার জন্য সুইজারল্যান্ডের সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদ জানিয়েছে।

রেতো রেংগলি আরো বলেন, বাংলাদেশে গত ১৫ বছরে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে। আমরা আশা করছি বাংলাদেশকে এভিয়েশন হাবে রূপান্তরের যে কাজ চলছে তা দ্রুত বাস্তবায়ন হবে। আমরা বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগের জন্য সুইজারল্যান্ডের বিনিয়োগকারীদের সাথে কথা বলবো। বিনিয়োগের জন্য একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন যাতে বাংলাদেশ সফর করে সেই ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করব। এছাড়া পর্যটনের উন্নয়নের জন্য যে মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করা হয়েছে তা আমরা বিনিয়োগকারীদের নিকট প্রেরণ করব।

#

তানভীর/ফয়সল/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৬৪৫ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩১৫৫

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত র্সবশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি):

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা র্পযন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৭৩ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১০ দশমকি ১৮ শতাংশ। এ সময় ৭১৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

 গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ১ জন মৃত্যুবরণ করেছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৮৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৫ হাজার ১৮০ জন।

#

দাউদ/ফয়সল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৭২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৫৪

**জাপানের উন্নয়ন বঙ্গবন্ধুকে সোনার বাংলা বিনির্মাণে অনুপ্রাণিত করেছিল**

 **- প্রতিমন্ত্রী পলক**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :

 ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ‌্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, স্মার্ট বাংলাদেশ মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জাপান  বাংলাদেশকে সহযোগিতা করবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ কর্মসূচির আলোকে আগামী দুই মাসের মধ‌্যে বা তারও আগে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ‌্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং জাপান দূতাবাস ও  জাইকা একসাথে  স্মার্ট বাংলাদেশ  মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্তভাবে উদ্বোধন করা সম্ভব বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে জাপানের মতো করে  গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। জাপানের প্রযুক্তিখাত, সামাজিক  এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বঙ্গবন্ধুকে সোনার বাংলা বিনির্মাণে অনুপ্রাণিত করেছিল।

প্রতিমন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশ সচিবালয়ে তার দপ্তরে বাংলাদেশে জাপানের রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনোরির সাক্ষাৎ শেষে যৌথ প্রেসব্রিফিংয়ে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা জানান।

সাক্ষাৎকালে তারা দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট  বিভিন্ন বিষয়াদি বিশেষ করে ডাক, টেলিযোগাযোগ, তথ‌্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিখাতের বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে মতবিনিময় করেন।  প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ ও জাপান বন্ধুপ্রতিম দু’টি দেশের মধ্যে বিদ্যমান চমৎকার সম্পর্কের উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৫ বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের অভাবনীয়  উন্নয়নে জাপান  সরকার ও জাপানের বেসরকারি খাতের সহযোগিতা তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, এয়ারপোর্টের  থার্ড টার্মিনাল, মেট্রোরেল, মাতার বাড়ি পাওয়ার প্ল্যান্ট, ব্রিজ, রেল, সড়ক এবং পরিবহনসহ অবকাঠামো খাতে জাপানের গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ রয়েছে। এসব জাপানি বিনিয়োগ বাংলাদেশকে মাধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, গত বছর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপান সফরকালে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ‌্যে স্বাক্ষরিত মেমোরেন্ডাম অভ্‌ কোঅপারেশনের আওতায় দুই দেশ পারস্পরিক সহযোগিতা এবং প্রযুক্তি ও জ্ঞানের আদান-প্রদানের মাধ‌্যমে সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যৌথভাবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বৈঠকে টেলিকম ও আইসিটি সেক্টরে অধিক জাপানি বিনিয়োগ যাতে হয় সে বিষয়টি নিয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের ডাকঘরের উন্নয়নে বিনিয়োগ ও অন্যান্য সহায়তা চাওয়া হয়েছে বলে প্রতিমন্ত্রী জানান।

জাপানি রাষ্টদূত বলেন, আইসিটি ও সাইবার নিরাপত্তাসহ নানা বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। আইসিটিসহ বিভিন্ন সেক্টরে সরকারের চাহিদা পূরণে কাজ করবে জাপান।

জাইকার চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ ইচিগুউচি টমোহিদি এবং জেট্রোর ডেপুটি রিপ্রেজেন্টেটিভ ইয়ামাদা কাজুনুরি এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

শেফায়েত/ফয়সল/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৬৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৫৩

**বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন মুম্বাইয়ে মহান শহিদ দিবস উদ্‌যাপন**

মুম্বাই (ভারত), ২২ ফেব্রুয়ারি :

যথাযোগ্য মর্যাদায় এবং ভাবগম্ভীর পরিবেশে বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন প্রাঙ্গণে মহান শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসটি উদ্‌যাপনে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। দিবসের প্রথমভাগে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ, জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ, অস্থায়ী শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বাণীপাঠ, আলোচনাসভা, বিশেষ মোনাজাত এবং অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ভাগে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়।

জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মুম্বাইস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের উপ-হাইকমিশনার চিরঞ্জীব সরকার। এরপর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়।

দিবসের দ্বিতীয়ভাগে উপ-হাইকমিশন প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠনের অংশগ্রহণে বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষায় দেশাত্মবোধক সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করা হয়। মুম্বাই-এ বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিগণও সংগীত ও কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে মুম্বাই-এর ডিপ্লোমেটিক কোরের প্রতিনিধি, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর (অবসরপ্রাপ্ত) বেশ কয়েকজন সদস্য, স্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, উপ-হাইকমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

 #

কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রাসেল/মানসুরা/২০২৪/১৩৩০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১৫২

**পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রীর সাথে চীনের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি):

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন।

আজ প্রতিমন্ত্রীর দপ্তরে রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে তিন সদ্যসের প্রতিনিধি দলের সাথে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। পানি সম্পদ সচিব নাজমুল আহসান এসময় উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়, বিশেষ করে পানি সম্পদ খাতসহ স্মার্ট অবকাঠামো খাতের উন্নয়ন নিয়ে মতবিনিময় করেন। বাংলাদেশের চলমান উন্নয়ন, দুদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

চীনের রাষ্ট্রদূত বলেন, চীনের পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশের পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় পানি সম্পদের ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছি। সমঝোতা স্মারক হওয়ার পর থেকে উভয় দেশ বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং দুর্যোগ হ্রাস এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে একাধিক বাস্তবসম্মত সহযোগিতা করেছে।

বাংলাদেশ ও চীন বন্ধুপ্রতীম দুটি দেশের মধ্যেকার বিদ্যমান চমৎকার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী বলেন, চীন বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার। পানি সম্পদ খাতসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়নে চীনের ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং ধন্যবাদ জানান। ভবিষ্যতে এসব সহযোগিতা অব্যাহত রাখার অনুরোধও জানান।

চীনের রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের উন্নয়ন অংশীদারিত্ব দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে। ভবিষ্যতে এ উন্নয়ন সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। পানিসম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরো জোরদার করার লক্ষ্যে চীনের পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২০২৪ সালের মার্চের শুরুতে অথবা পারস্পরিক সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশে একটি ডিজি পর্যায়ের প্রতিনিধিদল পাঠানোর পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন রাষ্ট্রদূত।

#

গিয়াস/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রাসেল/মাসুম/২০২৪/১৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১৫১

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্টের অভিনন্দন**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি):

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লেইন।

শেখ হাসিনাকে পাঠানো এক শুভেচ্ছাবার্তায় ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সার্বিক সাফল্য কামনা করে বলেন, আগামী বছরগুলোতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক আরো জোরদার করার লক্ষ্যে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য উন্মুখ। টেকসই উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসন এবং অন্যান্য স্বার্থের বিষয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, বলেন তিনি।

চিঠিতে প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লেইন ২০২৩ সালে ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাতের কথা আনন্দের সাথে স্মরণ করে বলেন, ‘এটি একটি নতুন অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতা চুক্তির আলোচনার আনুষ্ঠানিক সূচনাকেও চিহ্নিত করেছে, যার লক্ষ্য আমাদের অংশীদারিত্বের কাঠামোকে আরো বিস্তৃত এবং আধুনিকীকরণ করা।’

ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারিত্বের কাঠামোর মধ্যে গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং আইনের শাসনকে সমুন্নত রাখতে এবং এগিয়ে নিতে বাংলাদেশের সাথে কাজ করে যাবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিনিধির দপ্তর থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি পত্রটি ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

#

আকরাম/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রাসেল/মাসুম/২০২৪/১৩৪৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১৫০

**মেক্সিকোতে বাংলাদেশ দূতাবাসে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন**

মেক্সিকো, ২২ ফেব্রুয়ারি:

মেক্সিকো সিটিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস যথাযথ মর্যাদা এবং ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন করেছে।

 এউপলক্ষ্যেগতকাল দূতাবাস প্রাঙ্গণেরাষ্ট্রদূত আবিদা ইসলাম জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী , পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ইউনেস্কোর মহাপরিচালকের বাণীসমূহ পাঠ করে শোনানো হয়। এরপর, ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনপূর্বক একমিনিট নীরবতা পালন, দিবসটি উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যচিত্র প্রদর্শন, দেশের শান্তি ও অগ্রগতির জন্য বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

 দূতাবাস ২০শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট (আইপিএন)-এর সাথে যৌথ উদ্যোগে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে একটি সেমিনারের আয়োজন করে। এছাড়া, মেক্সিকো রাজ্যের নেপান্তলার সরহুয়ানা মিউজিয়াম প্রাঙ্গণে শহিদ মিনারে রাষ্ট্রদূত দূতাবাসের কর্মকর্তাগণসহ নেপান্তলার মেয়র আবেলার্দো রড্রিগেজ গার্সিয়া, সরহুয়ানা মিউজিয়ামের পরিচালক হুডিথ পেনইয়া, নেপান্তলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সহায়তা ও ভলকানো ভ্যালির মহাপরিচালক ডায়ানা এডনা রড্রিগেজসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে একুশের প্রথম প্রহরে শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং একমিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

মেক্সিকো সিটিস্থ ‘লসপিনোস কালচারাল কমপ্লেক্সে’ মেক্সিকো সরকারের জাতীয় আদিবাসী ভাষা ইনস্টিটিউট (ইনালি), ফেডারেল সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এবং আদিবাসী জনগণের জন্য জাতীয় ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত ‘সকল ভাষার প্রতি ন্যায়বিচার’ শীর্ষক একটি সেমিনারে রাষ্ট্রদূত আবিদা ইসলাম বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি ভাষাগত সমতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের ভূমিকা পুনর্ব্যক্ত করেন। সেইসাথে বিশ্বব্যাপী বিলুপ্ত ও হারিয়ে যাওয়া সকল ভাষা সংরক্ষণ এবং ভাষাগত ন্যায়বিচারের প্রতি বিশ্বব্যাপী সকলকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

 #

কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রাসেল/মানসুরা/২০২৪/১০১০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৪৯

**জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন**

নিউইয়র্ক, ২২ ফেব্রুয়ারি :

 গতকাল জাতিসংঘ সদর দপ্তরে টানা ৮ম বারের মতো যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। জাতিসংঘে বাংলাদেশ, অস্ট্রিয়া, বাহরাইন, বলিভিয়া, রোমানিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার স্থায়ী মিশনসমূহ, জাতিসংঘ সদর দপ্তর ও ইউনেস্কো এর সাথে যৌথ অংশীদারিত্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি ডেনিস ফ্রান্সিস (Dennis Francis)।

এ বছরের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানটিতে বহু ভাষার ব্যবহারে সমৃদ্ধ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার পর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনার আয়োজন করা হয়। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি, বাহরাইন, বলিভিয়া, রোমানিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রিয়া, ভারত, হাঙ্গেরি, পাপুয়া নিউগিনি এবং তানজানিয়ার স্থায়ী প্রতিনিধি/রাষ্ট্রদূতগণ, জাতিসংঘ ও ইউনেস্কো-এর উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২০২৪ এর মূল প্রতিপাদ্য- ‘বহু ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা; প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে জ্ঞান চর্চার স্তম্ভ’- এর ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের ছয়টি দাপ্তরিক ভাষার পাশাপাশি বাংলা, হিন্দি ও রোমানিয়ান ভাষায় প্রদত্ত বক্তব্য ভাষান্তর করা হয়।

উদ্বোধনী বক্তব্যে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদগণ এবং ভাষা আন্দোলনের পথিকৃত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। রাষ্ট্রদূত মুহিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবটি পুনর্ব্যক্ত করেন।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি ও অন্যান্য বক্তাগণ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনে বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় ভূমিকার প্রশংসা করেন। মাতৃভাষার জন্য বিশেষ একটি দিন নির্ধারণে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য তাঁরা বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে জাতিসংঘে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণ, কূটনীতিকগণ, জাতিসংঘ সচিবালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং যুক্তরাষ্ট্রস্থ বাংলাদেশী কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের পূর্বে সকালে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনের আয়োজন করা হয়। রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধির নেতৃত্বে মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মিশনে স্থাপিত অস্থায়ী শহিদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানটিতে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। এছাড়াও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যবৃন্দ এবং মহান একুশের ভাষা শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।

#

কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রাসেল/আসমা/২০২৪/১২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৪৮

**টরন্টোতে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন**

টরন্টো (কানাডা) ২২ ফেব্রুয়ারি :

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, কানাডার টরন্টোতে গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়েছে। একুশের প্রথম প্রহরে ডেন্টোনিয়া পার্কে স্থাপিত শহিদ মিনারে ভাষা শহিদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসটির কর্মসূচি শুরু হয় এবং বাংলাদেশ হাউজে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হয়।

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের অংশগ্রহণে কনস্যুলেট প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান সূচিতে ছিল বাংলাদেশ ও কানাডার জাতীয় সংগীত পরিবেশন, জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, ভাষা শহিদদের স্মরণে একমিনিট নীরবতা পালন, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ, ভিডিও তথ্যচিত্র পরিবেশন ও বক্তব্য উপস্থাপন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিগণ বাঙালি জাতির মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা শহিদদের ও ভাষা আন্দোলনের অবদানের ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করেন। শেষে জাতির পিতা ও সকল ভাষা শহিদদের বিদেহী আত্মার শান্তি এবং বাংলাদেশের অব্যাহত অগ্রগতি, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রাসেল/আসমা/২০২৪/১২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১৪৭

**মিয়ানমারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপিত**

**১২ দেশের ১৬ ভাষাভাষী মানুষের অংশগ্রহণ**

মিয়ানমার, ২২ ফেব্রুয়ারি:

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মিয়ানমারে ইয়াঙ্গুনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন করেছে। দিনব্যাপী কর্মসূচির মধ্যে ছিল জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ, দূতালয়ে নবনির্মিত শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, ইয়াঙ্গুনের একটি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে আলোচনা সভা ও সেমিনারের আয়োজন। দ্বিতীয় পর্বে আয়োজন করা হয় একটি বর্ণাঢ্য বহুজাতিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেখানে ১২ দেশের ১৬টি ভাষাভাষী মানুষের অংশগ্রহণে বিভিন্ন পরিবেশনার মাধ্যমে তাদের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়।

মিয়ানমারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. মোঃ মনোয়ার হোসেন দূতালয়ে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে তার বক্তব্যের শুরুতে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভাষা আন্দোলনের শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে একটি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি রচিত হয়েছিল। রাষ্ট্রদূত হোসেন ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত মাতৃভাষা বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠায় তৎকালীন তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান যে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তা বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা এবং বহুভাষিকতার প্রচারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ঐতিহাসিক পটভূমি ও তাৎপর্য উল্লেখ করেন।

ইয়াঙ্গুন ইউনিভার্সিটি অব ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেসের সাথে যৌথভাবে আয়োজিত ‘মাতৃভাষার গুরুত্ব’ শীর্ষক সেমিনারে রাষ্ট্রদূত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর Daw Wai Hnin, প্রফেসর Yin Myo Tint, Dr. Win Ming Aung এবং অ্যাকশন-এইড, মিয়ানমার-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর শিহাব উদ্দিন আহমেদ আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। আলোচকরা মাতৃভাষার গুরুত্ব এবং সমসাময়িক সমাজে তাদের সংরক্ষণ ও প্রচারের কৌশল তুলে ধরেন।

দিবসটির অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ ছিল বর্ণাঢ্য বহুজাতিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেখানে ভারত, চীন, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, রিপাবলিক অব কোরিয়া, লাও পিডিআর, ভিয়েতনাম, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, সুইডেন, নিউজিল্যান্ড, মিয়ানমার এবং বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যরা তাঁদের নিজ নিজ সংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপন করে। অনুষ্ঠানে ৩০টি দেশের রাষ্ট্রদূত, অন্যান্য কূটনীতিক, মিয়ানমারে বসবাসরত বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ, দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ দুই শতাধিক অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

#

কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রাসেল/মাসুম/২০২৪/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৪৬

**শিল্পকলা একাডেমিতে ‘বিশ্ব মায়ের সুর-সংগীত-বাণী’ শীর্ষক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :

গতকাল মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

সকল ভাষাকে শ্রদ্ধা জানাতে প্রায় ১০০ জন বিদেশি অতিথি ও শিল্পীর অংশগ্রহণে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালা আয়োজন করে একাডেমি। বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি দূতাবাসের সমন্বয়ে বিভিন্ন দেশের শিল্পীরা সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেন। বিশ্ব মায়ের সুর-সংগীত-বাণী শিরোনামে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে পালিত হয় অমর ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা দিবসের নানা কর্মসুচি।

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভাষাভাষিদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়।

আয়োজন শুরু হয় বিকাল ৩ টায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে মহান ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে। একাডেমির আয়োজনে শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা জানান বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষির আমন্ত্রিত বিদেশি অতিথি, রাষ্ট্রদূত ও শিল্পীরা। এরপর মহান ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সম্মিলিতভাবে দেশি-বিদেশি শিল্পীদের অংশগ্রহণে পরিবেশিত হয় জাতীয় সংগীত ও অমর একুশের গান।

২য় পর্বে জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয় সন্ধ্যা ৬ টায়। সন্ধ্যার এ আয়োজনে অংশ নেন বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিল্পীরা। এ পর্বের শুরুতেই বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নৃত্যদল পরিবেশন করে ‘আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা’। এরপর রাশিয়া কালচারাল সেন্টারের পরিবেশনায় রাশিয়ান ভাষার গানের সাথে নৃত্য পরিবেশন করে সেদেশের শিল্পীরা। ইরান দূতাবাসের পরিবেশনায় ছিলো আবৃত্তি। ইন্দোনেশিয়ার শিল্পীরা পরিবেশন করেন ওয়ান্ডারল্যান্ড ইন্দোনেশিয়া নৃত্য। নেদারল্যান্ডস্‌-এর পরিবেশনায় ছিলো আবৃত্তি। এছাড়াও পরিবেশনা উপস্থাপন করেন, নেপাল, জাপান, জার্মান, রাশিয়ার শিল্পীরা। সবশেষে মালালায়াম কবিতা, নৃত্য এবং সংগীত পরিবেশন করেন ভারতের ২২ জন শিল্পী।

#

সাবিনা/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রাসেল/আসমা/২০২৪/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১৪৫

**শিল্প বাজার বা আর্ট মার্কেট চলছে শিল্পকলা একাডেমিতে**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি):

সমসাময়িক নান্দনিক সৃজনকৃত শিল্পকর্ম নিয়ে ভিন্নধর্মী আয়োজন শিল্প বাজার বা আর্ট মার্কেট চলছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে। শিল্পকর্ম-শিল্পপণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করা হয়েছে ‘শিল্প বাজার- ২০২৪’।

সমকালীন শিল্পচর্চার প্রেক্ষাপটকে বিবেচনা করে নান্দনিক জীবনের জন্য শিল্পের প্রসার, পেশাভিত্তিক শিল্পচর্চায় ‘শিল্প বাজার’, নিজ নিজ শিল্পকর্ম বা শিল্পপণ্য তৈরিতে শিল্পীকে আরো বেশি উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতেই এই আয়োজন। শিল্প বাজারের এই আয়োজনকে আরো বিস্তৃত করার লক্ষ্যে দেশের অন্যতম শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, শিল্পী ও উদ্যোক্তাগণকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

‘নান্দনিক জীবনের জন্য শিল্পের প্রসার পেশাভিত্তিক শিল্পচর্চায় শিল্প বাজার’ প্রতিপাদ্যে আর্ট মার্কেট চলবে ৩ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত, প্রতিদিন বিকাল ৪ টা থেকে। পুরো আয়োজন সকলের জন্য উন্মুক্ত। প্রায় ১০০ টি শিল্প পণ্যের স্টল বসেছে শিল্পকলা একাডেমিতে।

#

কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রাসেল/মাসুম/২০২৪/১০৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১৪৪

**নিউইয়র্কে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপিত**

নিউইয়র্ক, ২২ ফেব্রুয়ারি :

নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল গতকাল কনস্যুলেট ভবনে এবং নিউইয়র্ক কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরির সহযোগিতায় কুইন্স সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপন করে। এ অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক স্টেটের সিনেটর ও এসেম্বলি মেম্বার, বিভিন্ন দেশের কনসাল জেনারেল ও বিদেশি কুটনীতিকগণ অংশগ্রহণ করেন। এসময় বিদেশি অতিথিবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক, নতুন প্রজন্ম ও কমিউনিটি সদস্যসহ বিপুল সংখ্যক দেশি-বিদেশি অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম পর্বে কনস্যুলেটে দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে দিবসটি উপলক্ষ্যে একটি প্রামাণ্যচিত্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অমর একুশের কালজয়ী গানের ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে কনসাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদা মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে ৫২’র সকল ভাষা শহিদ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ সদস্য, ৭১-এর সকল শহিদ, শহিদ বুদ্ধিজীবী এবং শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

দ্বিতীয় পর্বে কুইন্স সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, জ্যামাইকা’তে ‘মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৪’ উপলক্ষ্যে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ ও ভারতীয় শিল্পীদের পরিবেশনায় একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হয় যা দর্শকদের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়।

উল্লেখ্য, কনসাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদা দিবসটি উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে স্থাপিত অস্থায়ী শহিদ মিনারে পুস্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন । এছাড়াও তিনি সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় ফোরাম কর্তৃক আয়োজিত কুইন্স প্যালেসে অস্থায়ী শহিদ মিনারে একুশের প্রথম প্রহরে পুস্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

#

কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রাসেল/মাসুম/২০২৪/১০৩৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১৪৩

**অটোয়াস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন**

অটোয়া, ২২ ফেব্রুয়ারি:

 কানাডার অটোয়াস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনব্যাপী কর্মসূচির মাধ্যমে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছে। গতকাল ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার দেওয়ান হোসনে আইয়ুব হাইকমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতে বাংলাদেশ হাউজে জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু করেন।

 দিবসটি উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় এবং একমিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। এ সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যবৃন্দ, জাতীয় চার নেতা, দেশের জন্য আত্মোৎসর্গকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। বাণী পাঠের পর ভাষা আন্দোলনের ওপর একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। অতঃপর ৫২ এর ভাষা শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

 হাইকমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং কানাডার বিভিন্ন প্রদেশ ও অঞ্চলের বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশি ও বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিগণ এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

#

সাজ্জাদ/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রাসেল/মানসুরা/২০২৪/১০১০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১৪২

**নেদারল্যান্ডে মাতৃভাষার জয়গান**

নেদারল্যান্ড, ২২ ফেব্রুয়ারি:

নেদারল্যান্ডে বাংলাদেশ দূতাবাস প্রাচীন লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তৃতীয়বারে মতো যৌথভাবে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন করেছে।

দূতাবাসের এ আয়োজনে ২০ টি দেশ সহআয়োজক হিসেবে যোগদান করে। চীন, ভারত, ইতালি, ইয়েমেন, পুয়ের্তোরিকো, ইউক্রেন, স্পেন, কসোভো, বলিভিয়া, মরক্কো প্রভৃতি দেশের শিশু-কিশোর, শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব ভাষায় গান, কবিতা, যন্ত্রসংজ্ঞীত পরিবেশনের মাধ্যমে তাদের সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও ঐতিহ্য তুলে ধরেন। বিভিন্ন ডাচ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও ডাচ ভাষায় বৈচিত্র্যময় পরিবেশনা উপস্থাপন করেন।

দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে মাতৃভাষার গুরুত্ব, বহুভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন ইউনেস্কো-নেদারল্যান্ডের চেয়ারম্যান ক্যথলিন ফেরিয়ার এবং নেদারল্যান্ডসের বৈষম্য ও বর্ণবাদ বিরোধী জাতীয় কমিটির সমন্বয়ক রবিন বালদেব সিং। এছাড়া বহুভাষাতত্ব এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ওপর আলোকপাত করেন লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ। ‘এসপ্রান্তো’ ভাষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতালিয় অধ্যাপক ফ্রেডরিকো গোবো।

রাষ্ট্রদূত, দূতাবাস পরিবার, নেদার‌ল্যান্ডসে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা দি হেগ শহরের
প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত স্থায়ী শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহিদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। অনুষ্ঠানে ডাচ-পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতণ কর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং
নেদার‌ল্যান্ডসের বিভিন্ন থিংক-ট্যাংকের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

#

হাবিব/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রাসেল/মানসুরা/২০২৪/১০১০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১৪১

**তুরস্কে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন**

ইস্তাম্বুল (তুরস্ক), ২২ ফেব্রুয়ারি:

তুরস্কের ইস্তাম্বুলস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালন করেছে।

গতকাল জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণের মাধ্যমে দিনব্যাপী কর্মসূচির শুরু করেন কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নূরে-আলম। দিবসটি উপলক্ষ্যে কনসাল জেনারেল ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ এবং শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় ভাগে ইস্তাম্বুলে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি এবং তুরস্কের মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণের অংশগ্রহণে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনার শুরুতে ভাষা শহিদদের স্মরণে একমিনিট নিরবতা পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণীসমূহ পাঠ করে শোনানো হয়। এরপর, ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও ভাষা আন্দোলন’ শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

আলোচনা শেষে একুশের গান পরিবেশন ও কবিতা পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে ভাষা শহিদদের আত্মার মাগফেরাত এবং বাংলাদেশের সমৃদ্ধি ও বিশ্বশান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রাসেল/মানসুরা/২০২৪/১০০০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১৪০

**ডেনমার্কে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত**

কোপেনহেগেন (ডেনমার্ক), ২২ ফেব্রুয়ারি:

  ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসাহ উদ্দীপনায় মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে।

গতকাল ডেনমার্কে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত এ. কে. এম. শহীদুল করিম জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। পরে দূতাবাস মিলনায়তনে কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের উপস্থিতিতে দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত বাণীসমূহ পাঠ করে শোনানো হয়।

সন্ধ্যায় দূতাবাস মিলনায়তনে একটি বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ডেনমার্কস্থ প্রবাসী বাংলাদেশি, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং বিভিন্ন শ্রেণিপেশার ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরুতে ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন স্বাধীকার আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। পরে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত এবং ভাষা আন্দোলনের ওপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। প্রবাসী বাংলাদেশিরা আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বক্তাগণ তাদের আলোচনায় মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের বিভিন্ন দিক ও তাৎপর্য তুলে ধরেন।

#

মেহেবুব/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রাসেল/মানসুরা/২০২৪/১০০০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১৩৯

**জেদ্দায় শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন**

জেদ্দা, ২২ ফেব্রুয়ারি:

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, জেদ্দার উদ্যোগে গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৪ কনস্যুলেট প্রাঙ্গণে উদ্‌যাপিত হয়েছে।

সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সাথে কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হক কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অর্ধনমিতকরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। ৫২’র ভাষা আন্দোলনসহ সকল শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন এবং তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

 অনুষ্ঠানে কনস্যুলেটের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, বীর মুক্তিযোদ্ধা, জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কলেজের শিক্ষক-ছাত্র, আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ স্থানীয় কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রাসেল/মানসুরা/২০২৪/৯৪৫ ঘন্টা